গ্রন্থ সমালোচনা

History of Bangladesh, Early Bengal in Regional Perspectives (up to c. 1200 CE), দুই খণ্ড, সম্পাদক: আবদুল মমিন চৌধুরী এবং রণবীর চক্রবর্তী, প্রকাশক : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৮, মূল্য : (দুই খণ্ডের সেট) ৪০০০ টাকা

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের উদ্যোগে সম্প্রতি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে গবেষণামূলক গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ'। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দীব্যাপী এই অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের মূল্যবান প্রবন্ধ। ড. আব্দুল মোমিন চৌধুরী ও ড. রণবীর চক্রবর্তীর নিবিড় সম্পাদনায় প্রস্তুত ১৬০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন এই বিষয়ের আরেক দিকপাল ঐতিহাসিক ড. রমিলা থাপার; আর প্রাককথন রচনা করেছেন জাতীয় অধ্যাপক ও গ্রন্থটির সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

মুখবন্ধে অধ্যাপক থাপার যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, যদিও এই গ্রন্থের মূল শিরোনাম 'বাংলাদেশের ইতিহাস'– প্রকৃতপক্ষে, এর বিস্তৃতি তার চাইতেও অনেক ব্যাপক; এবং যথার্থ ইতিহাস-সচেতনতার উপলব্ধি থেকেই এর পরিসর বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় বৃত্তাবদ্ধ করার কথা ভাবা হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখিত কালে বাংলার অস্তিত্ব একদিকে যেমন ছিল বিস্তারিত, তেমনি অন্যদিকে বিভক্ত এবং স্বভাবতই একাধিক রাজনৈতিক শক্তির অধীন। ফলে, তার বিচিত্র ও বিস্তৃত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরায়ণ, কৃষি ও বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো, বিভিন্ন পেশা ও বর্ণের মানুষে গ্রথিত সমাজ, একাধিক ধর্মীয় চেতনা ও লৌকিক বিশ্বাসে নির্মিত আধ্যাত্মিকতা, বহুল প্রচারিত আঞ্চলিক কথ্যভাষা (যা ক্রমে বিবর্তিত হয়ে রূপ নিচ্ছে পরিশীলিত সাহিত্যের ভাষায়)-এসব উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বাংলার প্রাচীন পর্বের জটিল ও বহুমাত্রিক ইতিহাস। গ্রন্থের দুটি খণ্ডে পর্যায়ক্রমে এ-সকল বিষয়ের ওপর একাধিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছে বাংলার আদিপর্বের ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপনের।

উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যে, এ-বিষয়ের একাধিক গ্রন্থ ইতিমধ্যেই পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। গবেষক-বিশেষজ্ঞদের স্বতন্ত্র প্রকাশনা ছাড়াও এ অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে বড় পরিসরে সংকলিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য ইংরেজ শাসনের শেষ পর্বে ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা ও ইংরেজিতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *হিসট্রি অব বেঙ্গল*। এর প্রায় পাঁচ দশক পর ইত্যবসরে আহৃত নতুন তথ্য-উপাত্ত, অগ্রসর গবেষণাপদ্ধতি ও ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপস্থিতি লক্ষ্ করে তার ভিত্তিতে প্রাগৈতিহাসিক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দেশের অগ্রণী সারস্বত সমাজ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। এরই ফলস্বরূপ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় ১৯৯২ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় *হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ (১৭০৪-১৯৭১)*। এতে নবাবী, বৃটিশ

ও পাকিস্তান পর্বের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঐ সময়েই আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, আদি যুগ থেকে সমসাময়িককাল পর্যন্ত সামগ্রিক ইতিহাস আরও কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। তা এতদিন বাস্তবায়িত না হওয়ায় বাংলার ইতিহাসের আদি পর্বের বিস্তৃত পরিসরে পরিকল্পিত গবেষণা গ্রন্থের অভাব রয়েই যাচ্ছিল। অবশেষে, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে হলেও সেই শূন্যতা পূরণের প্রয়াসে প্রকাশ করা হল সোসাইটির সাম্প্রতিক দুই খণ্ডের মূল্যবান সংকলনটি, যেখানে আদিকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রণীত হয়েছে। এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১৮টি প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত সামগ্রির বিবরণ ও বিশ্লেষণ। ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশের ওয়ারি-বটেশ্বরে সম্পাদিত উৎখননের বিবরণী, মহাস্থানগড়ে নিযুক্ত ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সাবেক পরিচালকের পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ, কিংবা পশ্চিমবঙ্গের আন্টিচক, চন্দ্রকেতুগড় বা নালন্দার প্রত্নস্থল সংক্রান্ত গবেষকদের প্রবন্ধসমূহ নিঃসন্দেহে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। বস্তুত, এ সকল সাম্প্রতিক উৎখনন ও পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সচিত্র (সাদাকালো ও রঙিন) উপস্থাপন বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক পর্বই পুনর্বিবেচনার দাবি রেখেছে বিশেষজ্ঞদের কাছে। এই প্রথম দেখা গেল ইতিহাস গ্রন্থে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্তের অন্তর্ভুক্তি, যার ফলে আমাদের সভ্যতার উন্মেষকাল ও প্রাগৈতিহাসিক মানব সভ্যতার বিবর্তনে প্রত্নস্থানগুলির ভূমিকা ও তাৎপর্য অনেকটা বোধগম্য হয়েছে।

গ্রন্থের রাজনৈতিক ইতিহাস অংশের প্রণেতারা এই পর্বের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর/ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, দূর করেছেন ইতিহাসের স্বল্প-আলোকিত অধ্যায়ের অস্বস্তিকর তমসা। বিগত অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে উভয় বাংলায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে তার ফলে এ অঞ্চলের বিদ্যমান ইতিহাসের রদবদল অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান গ্রন্থটি নবপর্যায়ে ইতিহাস পুনর্লিখনের সেই দায় মিটিয়েছে বহুলাংশে। প্রবীণ অধ্যাপক ড. আবদুল মমিন চৌধুরীর পরিণত প্রজ্ঞায় পাল-সেন বংশানুক্রমিক ইতিহাসের ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এতে, যা অনেক ক্ষেত্রে, এমনকি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ ডায়নাস্টিক *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*-এ প্রণীত ইতিহাসের নবায়িত ভাষ্য। অকালপ্রয়াত তরুণ গবেষক শরীফুল ইসলাম দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনেক বিদ্যমান প্রচলিত ধারণার পুনর্বিবেচিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী রচিত রাষ্ট্র নির্মাণ সংক্রান্ত দীর্ঘ, তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণী প্রবন্ধ দিয়ে প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে। প্রাচীন তাম্রশাসন, লেখমালা, শাস্ত্রগ্রন্থ ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তিনি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন এই অঞ্চলের আদিপর্বের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পর্যায়গুলোর বিবর্তনমূলক ধারা। প্রাক সাধারণ অব্দ ৬০০ থেকে ৩০০ সাধারণ অব্দ কালের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে স্থানীয় প্রশাসনের প্রাণবন্ত উপস্থিতি, এরপর সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা-ব্যবস্থার বিকাশ হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যাপকতা ও জটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পরিবর্তমান পর্যায়গুলোর অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও নির্মোহ বিশ্লেষণ বাংলার প্রাচীনপর্বের রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত

চিত্র উপস্থাপন করে, রসদ জোগায় নতুন ভাবনার। একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। আদি মধ্যযুগে আঞ্চলিক ও স্থানীয় শক্তিগুলোর ক্ষমতার যে দাপট, তার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং খণ্ড-রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার সমন্বয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক এমন ধারণা করেন যে, এই পর্বে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতা চূড়ান্তভাবে ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অথচ এখানে লেখক দেখিয়েছেন, প্রকৃত পরিস্থিতি একেবারেই তা নয়। বরং স্থানীয় সমৃদ্ধি ব্যবহার করে এই সময় রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো হয়ে উঠেছিল আরো শক্তিশালী, জটিল ও ব্যাপক। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেন, অষ্টম শতকের পূর্ব ও পরবর্তীকালের ভূমিদানের দলিলগুলো। পূর্বে যেখানে দলিলে শীর্ষ কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামবাসীদের কুশলাদি জানতে চান এবং ভূমিদানের রাজকীয় সিদ্ধান্তে গ্রামীণ প্রতিনিধিবর্গের অনুমোদন প্রার্থনা করার সৌজন্য প্রকাশ করেন, পরবর্তী তাম্রশাসনগুলোতে এই প্রথার আর কোন অস্তিত্ব মেলে না। সরাসরি উপরমহলের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার আদেশ আসে মাত্র। এই পরিবর্তন স্পষ্টই ইঙ্গিত দেয় কীভাবে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের জায়গায় এ-অঞ্চলে ক্রমশ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা জায়গা করে নিচ্ছে, যেখানে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে শীর্ষ কর্তৃত্ব ও তার অনুগামী ব্যক্তিবর্গের হাতে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আলোকপাত করেছে একই কালপর্বে বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে। আদিকালে এই মানুষের অঞ্চলের জীবনচর্যার চিত্র, সামাজিক পরিসরে জাতভেদ-বর্ণপ্রথার প্রভাব এবং বিশেষত, ইতিহাসের নিরুচ্চার কণ্ঠ, সেকালের নারীদের জীবনধারার প্রসঙ্গে মূল্যবান প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। 'সমাজ' অংশের পরিশিষ্টে অধ্যাপক নূপুর দাশগুপ্ত সামাজিক ইতিহাস নির্মাণে প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে নারীর ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার পদ্ধতি ও পরিসর বিষয়ে সাম্প্রতিক অগ্রগতির যে মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন, তা কেবল নারী বা জেন্ডার নয়, সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের দর্শনের পরিবর্তমান ধারা সম্পর্কেও অবহিত করে। পূর্বানুমানভিত্তিক স্টিরিওটিপিক্যাল ভাবমূর্তি নির্মাণের পরিবর্তে ঐতিহাসিকের মানদণ্ডে সচরাচর স্বীকৃত নয়, এমন কত বিচিত্র উৎস-উপাত্তের ভিন্নতর পঠন ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনার ভিত্তিতে গবেষকরা ইতিহাস বিনির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন, তার আকর্ষণীয় বিবরণী রয়েছে এই প্রবন্ধে। গত শতকের কয়েক দশকব্যাপী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশ্লিষ্ট বিদ্বৎমহলে প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য থেরিগাথা-র রচয়িতা সম্পর্কে বিতর্ক এবং এই বিতর্ক সমাধানে প্রযুক্ত বিবিধ গবেষণা পদ্ধতি ও বিশ্লেষণী অবস্থানের বিস্তৃত উল্লেখ এটিই প্রমাণ করে যে, ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের একমাত্রিক সরল পাঠ কিম্বা বিশ্লেষণের সাবেকি কাঠামোর বৃত্তে ইতিহাস আর আবদ্ধ নেই।

বাংলার আদিপর্বের অর্থনীতির কৃষি ও তার বহির্ভূত অন্য আর্থিক উদ্যোগসমূহ, কৃষিখাতের প্রযুক্তি এবং বিনিময় মাধ্যমের ইতিহাস বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে যা আলোকপাত করেছে এই পর্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। তুলনামূলকভাবে 'সংস্কৃতি' অংশটি বিস্তৃত। বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদী, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উপস্থিতি ও প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি স্থাপত্য, ভাস্কর্য, পুঁথিচিত্র, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে নিবিড় গবেষণাপ্রসূত রচনা উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও চিত্রিত পুঁথি সংক্রান্ত দুটি পৃথক প্রবন্ধে হার্ভার্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জিনাহ কিম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিদ্বৎমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলা ও সুদূর পশ্চিম হিমালয় এলাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক চিত্রিত পুঁথির তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এদের প্রাপ্তিস্থল, কালপর্ব ও শিল্পীদের ধারায় বিদ্যমান পার্থক্য সত্ত্বেও উপস্থাপনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য চিহ্নিত করেছেন তিনি। ফলে এই পুঁথিচিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে উভয় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও শিল্পগত আদান-প্রদানের আরো সুনির্দিষ্ট সপ্রমাণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

এরকম উদাহরণ টানা যায় আরো। দুই খণ্ড মিলিয়ে পঞ্চাশটির বেশি প্রবন্ধে এই গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির নানা দিক উঠে এসেছে বিশেষজ্ঞ-গবেষকদের বিশ্লেষণী মৌলিক অভিমতসহ। পাতায় পাতায় প্রাসঙ্গিক সাদা-কালো ও রঙিন ছবি এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের উৎখননে প্রাপ্ত বিবরণী বইটির উপযোগিতা বাড়িয়ে তুলেছে বহুগুণে। আশা করা যায়, এগুলো ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসেবে বিদ্বৎমহলে, আগ্রহী সাধারণ পাঠকের কাছে, এমনকি অনাগত ভবিষ্যতের গবেষকসমাজেও সযত্ন সমাদর লাভ করবে।

মৃত্তিকা সহিতা*

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়